*The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University*
*Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402*

# বাংলাদেশে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ভূমিকা

**[The Role of Interreligious Dialogue in Promoting Religious Tolerance in Bangladesh]**

Habibur Rahman
PhD Fellow, Institute of Bangladesh Studies (IBS), University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

**ARTICLE INFORMATION**

*The Faculty Journal of Arts*
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 26 February 2025
Received in revised: 19 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:
Religious Tolerance, Interreligious Dialogue, Dialogue Organization, Religious Harmony, Tolerance Day.

**ABSTRACT**

In Bangladesh's diverse and culturally rich society, interreligious dialogue is vital for fostering religious tolerance and mutual understanding. Tolerance involves respecting differing beliefs and showing patience toward others' faiths. Islam, along with other major religions in Bangladesh, emphasizes the importance of religious tolerance. This study explores the role and effectiveness of interreligious dialogue in promoting religious tolerance. Based on primary and secondary data, including in-depth interviews with 12 religious experts, the findings highlight key contributors such as interreligious seminars, the positive influence of religious leaders and the media, and the observance of International Tolerance Day in strengthening religious tolerance in Bangladesh.

## ১. ভূমিকা

ধর্মীয় বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান, পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সহিষ্ণুতার চর্চা অপরিহার্য। সমাজে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার উপস্থিতি সংঘাতের পথকে প্রশস্ত করে না; বরং ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বোধ এই সামাজিক বাস্তবতাকে সঠিক পথে পরিচালনার মাধ্যমে সমাজের অন্তর্নিহিত সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বোধ একে অপরের ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রথা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে উৎসাহ দেয়।[১] পাশাপাশি এই চেতনা গড়ে উঠে যে, প্রতিটি ব্যক্তি বা সম্প্রদায় তার নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস, কৃষ্টি-কালচার, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি পরিপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা যাবে না। বাংলাদেশের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ সাধন করেছে, এবং কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নিপীড়ন নিষিদ্ধ করেছে।[২] সংবিধানে নির্দেশিত ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রতিটি ধর্মই সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা ও মানবিকতার শিক্ষা দেয়, যা ধর্মীয় বিদ্বেষ, কুসংস্কার ও বিভেদ দূর করে এবং ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের ভিত্তি গড়ে তোলে। এটি সমাজে শুধু পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে না; বরং জাতীয় উন্নয়নেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ধর্মীয় বৈচিত্র্যের বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সহিষ্ণুতা নিশ্চিত করাই শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং ঐক্যের মূল ভিত্তি। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সহিষ্ণুতা বোধ সৃষ্টিতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।[৩] আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে মানুষ অন্য ধর্মের বিশ্বাস, অনুশীলন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারছে, যা পারস্পরিক ভুল ধারণা ও বৈরিতার অবসান ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।[৪] বিশেষভাবে ধর্মকে কেন্দ্র করে যখন অসহিষ্ণুতার বিষবাষ্প মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তখন কার্যকর সংলাপের উদ্যোগ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটিতে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। প্রাথমিক ও সহায়ক উৎস থেকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অভিজ্ঞ ১২ জন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

## ২. ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিচয়

**আভিধানিক অর্থ:** আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'সহিষ্ণুতা' শব্দটি 'সহিষ্ণু' শব্দের বিশেষণ, যার অর্থ সহনশীলতা, ধৈর্য ইত্যাদি। 'সহিষ্ণু' শব্দের অর্থ হচ্ছে বরদাস্তকারী, ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল।[৫] ইংরেজিতে সহিষ্ণুতার প্রতিশব্দ হিসেবে 'Tolerance' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এটি ল্যাটিন 'tolerare' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'সহ্য করা' বা 'প্রতিকূল পরিস্থিতি মেনে নেয়া।' আধুনিক ব্যবহারে এটি সাধারণত ভিন্ন মতবাদ বা আচরণকে পক্ষপাতহীনভাবে সম্মান করার ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত, যদিও ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে সহমত নাও হতে পারে।[৬]

'আরবীতে সহিষ্ণুতার প্রতিশব্দ হিসেবে 'আত্-তাসামুহ্' (التسامح) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। শব্দটির ব্যবহারের ভিন্নতার ফলে এর অর্থের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেমন- 'তাসামুহ্' (تسامح) শব্দের অর্থ কোনো বিষয়ে সহনশীলতা বা শিথিলতা প্রদর্শন করা। এটি ব্যক্তির মনের উদারতা ও পরমতসহিষ্ণু মনোভাব প্রকাশ করে।[৭] শব্দটিকে ক্রিয়া রূপ হিসেবে 'তাসামাহ' (تسامح) ব্যবহার করলে বোঝায় কোনো বিষয়ে সরাসরি সহনশীলতা প্রদর্শন এবং উদারতার চেষ্টায় নিজেকে সম্পৃক্ত করা। এটি ইচ্ছাকৃতভাবে মহানুভবতা ও সহমর্মিতার অভ্যাস গড়ে তোলার একটি দৃষ্টান্ত। অনুরূপভাবে, 'আস-সামাহ' (السماح) সাধারণভাবে সহনশীলতা এবং শিথিলতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং বাণিজ্যিক জীবনে প্রয়োগ হতে পারে।[৮] শব্দগুলো 'আরবী ভাষায় সহনশীলতা, উদারতা এবং মানবিক মূল্যবোধের গভীর তাৎপর্য বহন করে। এগুলো ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

**পারিভাষিক সংজ্ঞা:** পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে সহিষ্ণুতার কোন সর্বজনবিদিত একক সংজ্ঞা না থাকলেও বিভিন্ন অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্নভাবে শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আর.টি উইটেনবার্গ (R. T. Witenberg) সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

> "Tolerance is the conscious affirmation of favourable judgments and beliefs involving principles of justice, equality, care and consideration for the plight of others or, more concisely, according respect and equality to others who are different through racial characteristics, ethnicity, and nationality."
>
> 'সহিষ্ণুতা হলো ইতিবাচক বিচার এবং বিশ্বাসের এমন সচেতন স্বীকৃতি যার মধ্যে ন্যায়বিচার, সমতা, যত্নশীলতা এবং অন্যদের দুর্দশার সময় করণীয় সংক্রান্ত নীতি অন্তর্ভুক্ত, অথবা আরও সংক্ষেপে বলতে গেলে, এটি এমন মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সমতা প্রদান করা বোঝায় যাদের মধ্যে বর্ণ, গোত্র এবং জাতীয়তার ভিন্নতা রয়েছে।'[৯]

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) ১৯৯৫ সালে ১৬ নভেম্বরকে আন্তর্জাতিক সহনশীলতা দিবস ঘোষণা করে সহিষ্ণুতার কিছু মূলনীতি ঘোষণা করেন এবং একটি সংজ্ঞা প্রদান করেন। তা নিম্নরূপ:

> "Tolerance is respect, acceptance and appreciation of the rich diversity of our world's cultures, our forms of expression and ways of being human. It is fostered by knowledge, openness, communication, and freedom of thought, conscience and belief. Tolerance is harmony in difference. It is not only a moral duty, it is also a political and legal requirement. Tolerance, the virtue that makes peace possible, contributes to the replacement of the culture of war by a culture of peace."[১০]
>
> অর্থাৎ সহিষ্ণুতা হলো বিশ্বের সংস্কৃতির সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য, মানুষের ভাব প্রকাশের ধরণ এবং মানবিকতার প্রতি শ্রদ্ধা, গ্রহণযোগ্যতা এবং উপলব্ধি। এটি জ্ঞান, উন্মুক্ততা, যোগাযোগ এবং চিন্তা, বিবেক এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতা দ্বারা লালিত হয়। সহিষ্ণুতা হলো ভিন্নতার মধ্যে সামঞ্জস্য। এটি কেবল একটি নৈতিক কর্তব্য নয়; বরং একটি রাজনৈতিক ও আইনি প্রয়োজনীতাও বটে। সহিষ্ণুতা শান্তির জন্য অপরিহার্য এবং এটি যুদ্ধের সংস্কৃতির পরিবর্তে শান্তির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে।

ইসলামে ক্ষমা, উদারতা ও অন্যের প্রতি সদয় আচরণকে সহিষ্ণুতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এর বিপরীত হলো অসহিষ্ণুতা, চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ি।[১১] ইসলামে সহনশীলতা একটি মৌলিক নীতি হিসেবে স্বীকৃত, যা মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। অন্যদিকে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা হলো ভিন্ন ধর্ম, বিশ্বাস বা মতাদর্শের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষমতা। এটি একটি সমাজে মানুষের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় সহনশীলতা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে, যা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, শিক্ষা, ঐক্য এবং জাতীয় সংহতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে গিয়ে ডি.টি আজাদী (D. T. Ajadi) এবং ও.টি ফ্যাগবেমী (O. T. Fagbemi) বলেন,

> "Religious tolerance is the ability to accept and coexist peacefully with individuals or groups of different religions, beliefs or faiths. It is a crucial aspect in the harmonious coexistence of people in a society, and an essential tool for the development of a nation. Religious tolerance cultivates a peaceful environment that facilitates economic and cultural growth, education, unity and national cohesion."[১২]
>
> অর্থাৎ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা হলো বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মতামত প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি ক্ষমতা। এটি সমাজের মানুষের সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং একটি জাতির উন্নয়নের জন্য একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলে যা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ, শিক্ষা, ঐক্য এবং জাতীয় সংহতিকে সহজতর করে।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা হচ্ছে ধর্মীয়ভাবে, ধর্মীয় কারণে কিংবা ধর্মীয় কোনো বিষয়ে অন্যের প্রতি সহনশীল হওয়া বা সহনশীলতার পরিচয় দেয়া। এটি মানুষের এমন একটি ক্ষমতা, যার মাধ্যমে মানুষ অন্যের ধর্ম ও বিশ্বাসকে কোনো প্রকার পক্ষপাত ও বৈষম্য ছাড়াই সম্মান করতে পারে। এটি বিভিন্ন ধর্ম, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সামর্থ্যকে বোঝায় এবং একটি দেশের সার্বিক প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

## ৩. আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পরিচয়

**আভিধানিক অর্থ:** বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে 'সংলাপ' পদবাচ্যটির ব্যবহার লক্ষণীয়। বাংলা ভাষায় এটি বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থঃ আলোচনা, আলাপ, কথোপকথন, নাটকের চরিত্রসমূহের পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা ইত্যাদি।[১৩] ইংরেজিতে সংলাপের প্রতিশব্দ 'ডায়ালগ' (Dialogue) ব্যবহৃত হয়। Dialogue শব্দটি গ্রীক Dia এবং Logos থেকে এসেছে। Dia অর্থ যা বলা হয়েছে এবং Logos অর্থ গোপনীয়তা বের করে আনা।[১৪] আরবীতে সংলাপের প্রতিশব্দ হচ্ছে 'আল-হিওয়ার' (الحوار), যার অর্থ কোনো কিছু থেকে প্রত্যাবর্তন করা, কোনো কিছু বৃদ্ধির পর তা আবার কমে আসা, পারস্পরিক আলোচনা করা। এই শব্দটি সাধারণত কথোপকথন ও আলোচনার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধরনের আলোচনা এবং বাক্যালাপ যেমন ব্যক্তিগত আলোচনা, সামাজিক আলোচনা, রাজনৈতিক আলোচনা ইত্যাদি বোঝানোর ক্ষেত্রে শব্দটির প্রয়োগ করা হয়।[১৫] আরবী ভাষায় সংলাপের প্রতিশব্দ হিসেবে 'আল-হিওয়ার' এর পাশাপাশি আল-জিদাল (الجدال) শব্দটিও ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ বিতর্ক, বা বাক-বিতণ্ডা। সাধারণত এটি এমন বিতর্ককে বোঝায় যা এক পক্ষের মতামত বা যুক্তি অন্য পক্ষ দ্বারা খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।[১৬]

**পারিভাষিক সংজ্ঞা:** পারিভাষিক দিক থেকে সংলাপের বিভিন্ন অর্থ লক্ষ্য করা যায়। মূলত সংলাপ হচ্ছে, অন্যদেরকে বোঝবার বাসনায় তাদেরকে শ্রবণের সমর্থতা ও বিবেকের আদান-প্রদানের প্রকাশ। সাধারণত বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সময় নিজের সততা, ধর্মীয় মৌলিক বিশ্বাস, ন্যায্যতা, তথা সমুদয় মূল্যবোধ বজায় রেখে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও মহানুভবতা প্রদর্শন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করা হয়। মূলত ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, সম্মান প্রদর্শনপূর্বক পারস্পরিক যে ধর্মীয় আলোচনা করা হয় তাই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ প্রসঙ্গে খালিদ মুহাম্মদ আল-মুগামিসী বলেন,

> কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে মূলতত্ত্বে পৌঁছানোর লক্ষ্যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে দুই বা ততোধিক পক্ষের মাঝে পারস্পরিক এমন আলাপ-আলোচনা যা প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় পরিচালিত এবং ঝগড়া বিবাদ ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রীতিমুক্ত এবং তাৎক্ষণিক ফলাফল লাভের আকাঙ্ক্ষা বিমুক্ত।[১৭]

ক্যাথলিক খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. লেনার্ড সুইডলার (Leonard Swidler) বলেন,

> "Dialogue is a conversation on a common subject between two or more persons with differing views, the primary purpose of which is for each participant to learn from the other so that he or she can change and grow."[১৮]
>
> অর্থাৎ সংলাপ হচ্ছে এক ধরনের কথোপকথন যা সংঘটিত হয়ে থাকে কোন প্রচলিত বিষয় নিয়ে এবং এমন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে যাদের বিষয়টি নিয়ে রয়েছে বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি। এই কথোপকথনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর মাধ্যমে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী অন্যের কাছ থেকে কিছু শিখবে, যে শেখা তার মধ্যে পরিবর্তন আনবে এবং তার বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ হচ্ছে এমন এক ধরনের আলোচনা যা দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা পক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এসব আলোচনা একটি নির্দিষ্ট সমস্যা বা বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়ে থাকে। আর সংলাপের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবসান করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা।

## ৪. ধর্মীয় সহিষ্ণুতার গুরুত্ব

বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মে সহিষ্ণুতাকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলাম ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাদের বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। সহিষ্ণুতার এই মূল্যবোধ কেবল মুসলমানদের জন্য নয়; বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এই শিক্ষা মুসলমানদের সামাজিক সম্পর্ক ও আচরণে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। ইসলামের এই মহান আদর্শ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সহিষ্ণুতার এই নীতিমালা চর্চার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ, সমন্বিত ও মানবিক সমাজ গঠিত হতে পারে।

আল-কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেছেন। কুরআনে মানবজাতির মধ্যে ধর্মীয় ভিন্নতা এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

'হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।'[১৯]

উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করার কারণ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারি, তবে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয় 'তাকওয়া' দ্বারা।[২০] ধৈর্য ও ক্ষমার গুরুত্ব তুলে ধরে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর এবং সহিষ্ণু ও পাহারায় নিযুক্ত থাকো; এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।'[২১] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ﴾ "তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর, এবং লোকদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল।"[২২]

আল-কুরআনে ধর্মীয় স্বাধীনতার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ইসলামে ধর্মীয় বিশ্বাস গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার জবরদস্তির অনুমতি নেই। কারণ ঈমান বা বিশ্বাস একটি ব্যক্তিগত বিষয়, যা মানুষের সঙ্গে তার রবের মধ্যকার একটি অঙ্গীকার ও নৈতিক দায়িত্ব। কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ 'ধর্মে কোনো প্রকার জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সঠিক পথ ভ্রান্ত পথ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে।'[২৩] অতএব, এটি এমন একটি বিষয়, যা ব্যক্তির নিজস্ব আগ্রহ ও ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে হবে; এটি কোনোভাবে চাপিয়ে দেয়া যায় না। ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করে আল্লাহ সম্পূর্ণ একটি সম্পূর্ণ সূরাহ্ অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ* لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ* وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ*وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ * وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ* لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ﴾

'বল, হে কাফিররা! আমি তাঁর ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা করো। এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। এবং আমি ইবাদতকারী নই তার যার ইবাদত তোমরা করে আসছ। এবং তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন।'[২৪]

এখানে আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, মানুষের কার ইবাদত করবে তা একান্তই তার সিদ্ধান্ত, তাই একজন মুসলমান অন্যকে তার ধর্মের অনুসরণে বাধ্য করবে না; তেমনি, একজন মুসলমানকেও অন্যদের তার বিশ্বাসে বাধ্য করা উচিত নয়।

পারস্পরিক সহিষ্ণুতার উপর গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ 'আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত করো তা দ্বারা যা উৎকৃষ্টতর, ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে যেন হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।'[২৫] এই আয়াতে মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ একটি চারিত্রিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো, ভালো দ্বারা মন্দকে দূরীভূত করা এবং যা উৎকৃষ্ট তা দিয়ে নিকৃষ্ট প্রতিহত করা। অর্থাৎ, অন্যায়ের বদলায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, যুলুমের পরিবর্তে ক্ষমা করে দেয়া, ক্রোধের বদলায় ধৈর্যধারণ করা, এবং মূর্খতা বা অশ্লীল কথার উত্তরে নীরব থেকে সহ্য করা। এর ফল হিসেবে আল্লাহ বলেছেন, তোমার শত্রু তোমার বন্ধু হয়ে যাবে, তোমার থেকে দূরে দূরে থাকত এমন ব্যক্তি তোমার নিকটে হয়ে যাবে এবং তোমার রক্তপিপাসু ব্যক্তি তোমার প্রিয় হয়ে যাবে। সুতরাং সার্বিকভাবে বলা যায় যে আল-কুরআনে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার অনেক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

রাসূল স. এর অন্যতম প্রধান গুণ ছিল ধৈর্য ও পরমতসহিষ্ণুতা। মানুষের প্রতি তাঁর গভীর দরদ এবং তাদের জাহান্নামের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার আকুল আগ্রহই তাঁকে মহানত্বে উন্নীত করেছিল। ইসলামে সহিষ্ণুতার গুরুত্ব তুলে ধরে মুহাম্মাদ স. বলেন, إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সহনশীল এবং তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। তিনি কোমলতার কারণে এমন পুরস্কার দেন যা সহিংসতা বা অন্য কোনো মাধ্যমে দেন না।'[২৬] অন্য হাদীসে ঈমানদারদের ধৈর্যের ফল কী হবে তা বর্ণনা করে বলেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

'মুমিনের বিষয় আশ্চর্যজনক! তার সব বিষয়েই কল্যাণ রয়েছে। যদি সে কোনো সুখ লাভ করে, তখন সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, এতে তার কল্যাণ রয়েছে। আর যদি সে কোনো কষ্টে পড়ে, তখন সে ধৈর্য ধারণ করে, এতেও তার কল্যাণ রয়েছে।'[২৭]

রাসূল স. এর জীবনীতে সহিষ্ণুতার অনেক উদাহরণ রয়েছে। তিনি মক্কার কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য তায়েফ গমন করেন। কিন্তু তায়েফবাসী তাকে হতাশ করে এবং তাঁর উপর মাত্রাতিরিক্ত দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার করে, এমনকি পাথরের আঘাতে তাঁর পুরো শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায় এবং রক্তে তাঁর জুতা ভরে যায়।[২৮] চরম নির্যাতনের স্বীকার হওয়ার পরও রাসূল স. তায়েফের অধিবাসীদের সাথে যে সহিষ্ণু আচরণ করেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সর্বোচ্চ অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পেয়েও তিনি তা গ্রহণ করেননি; বরং তায়েফবাসীদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করেছেন।[২৯] মদীনা সনদেও রাসূল স. এর ধর্মীয় সহিষ্ণুতার চিত্র ফুটে উঠে। এটি মুহাম্মাদ স. এবং মদীনার সকল গুরুত্বপূর্ণ গোত্র এবং পরিবারের মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি, যার মধ্যে মুসলমান, ইহুদি এবং অমুসলিম আরবরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। চুক্তিটি সমস্ত নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার, সমতা, সহযোগিতা, চেতনার স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল। এমনকি এই ধারাও ছিল যে, ইহুদি এবং অমুসলিম আরবরা তাদের নিজস্ব বিশ্বাস পালনের অধিকারী। সংক্ষেপে, এটি ইতিহাসে প্রথম দলিল যা ধর্মীয় স্বাধীনতাকে একটি মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।[৩০]

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল স. যখন বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং শহরটিকে সব ধরনের পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত করেন, তখন কুরাইশদের তেরো বছরের অবর্ণনীয় অত্যাচারের বিপরীতে তার প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত সহিষ্ণু। মক্কাবাসীরা সবাই জড়ো হওয়ার পর রাসূল স. তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমরা কি মনে করো? আমি এখন তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করবো? তারা উত্তর দেয়, "আপনি আমাদের উদার একজন ভাই এবং আমাদের সম্মানিত এক ভাইয়ের সন্তান।" এরপর রাসূল স. তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন এবং ঘোষণা করেন, কেউ তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা চলে যেতে পারো, তোমরা মুক্ত।"[৩১] শুধু তাই নয়, মক্কার যে অধিবাসীরা এতদিন পৌত্তলিকতার চর্চায় লিপ্ত ছিলেন, মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করেছিলেন তাদের সবার প্রতি তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। বিশ্বের ইতিহাসে ক্ষমা ও সহনশীলতার এর চেয়ে বড় কোনো উদাহরণ আর দেখা যায় না।

ইসলামের পাশাপাশি বাংলাদেশে অনুশীলিত অন্যান্য ধর্মেও সহিষ্ণুতাকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হিন্দু ধর্ম তার আদর্শিক ভিত্তি এবং বহুত্ববাদী চরিত্রের মাধ্যমে সহিষ্ণুতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। ঋগ্বেদের বিখ্যাত বাণী "সত্য এক, জ্ঞানীরা তা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেন।"[৩২] এই বাণী সহিষ্ণুতার ধারণাকে হিন্দু ধর্মের মূল স্তম্ভে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটি বলে, চূড়ান্ত সত্যকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা মানুষের সীমিত, এবং বিভিন্ন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় এই সত্যকে ভিন্ন ভিন্নভাবে উপলব্ধি করতে পারে।[৩৩] মহা উপনিষদের 'বসুধৈব কুটুম্বকম'[৩৪] মতবাদ বলে, সমগ্র পৃথিবী একটি পরিবার। পৃথিবীকে একটি পরিবার হিসেবে দেখার ধারণা মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ, হিংসা এবং বিদ্বেষ দূর করার প্রতি আহ্বান জানায়।[৩৫]

খ্রিষ্ট ধর্মে সহিষ্ণুতা একটি মৌলিক নীতি হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে। যীশু বলেছেন, "তোমাদের শত্রুদের ভালোবাস, যারা তোমাদের গালি দেয় তাদের জন্য প্রার্থনা কর।"[৩৬] বাইবেলে সহিষ্ণুতাকে ফলের একটি অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা শান্তি, ধৈর্য এবং দয়ালু আচরণের সাথে সম্পর্কিত।[৩৭] বাইবেলে আরও উল্লেখ রয়েছে, "আমি নম্রতা ও সম্মানের সঙ্গে ঈশ্বরের সত্য অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেব।"[৩৮] এছাড়া ইফিসীয় ৪:২ এ উল্লেখ করা হয়েছে, "তোমরা ভালোবাসার সঙ্গে একে অপরের প্রতি সহনশীল হও।"[৩৯]

বৌদ্ধ ধর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'অহিংসা' অর্থাৎ কারো প্রতি হিংসা পোষণ না করা। ধম্মপদে বুদ্ধের উপদেশের মাধ্যমে এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি বলেন, "ন হি ফেরেন ফেরানি, সমমেন ইধ সুধিয়তে।"[৪০] অর্থাৎ ক্রোধের প্রতিক্রিয়া ক্রোধ দিয়ে নয়, বরং সহিষ্ণুতার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মমতে সহিষ্ণুতাই সত্যিকারের শান্তির পথ।[৪১] বৌদ্ধ ধর্মের সহিষ্ণুতা ও শান্তির এই নীতিগুলি কেবল ধর্মীয় চর্চার জন্য নয়, বরং সামাজিক শৃঙ্খলা ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

### ৫. বাংলাদেশে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বিদ্যমান চিত্র

বাংলাদেশ ধর্মীয় সহিষ্ণুতার দেশ। এ দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে। প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করে। আবহমানকাল থেকেই এ দেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি বিদ্যমান। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৯১.০৪%

মুসলমান, ৭.৯৫% হিন্দু, ০.৬১% বৌদ্ধ, ০.৩০% খ্রিষ্টান এবং ০.১২% অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।[৪২] সকল ধর্মেই পারস্পরিক সম্প্রীতি, মহানুভবতা ও মানব কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। তারপরেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কলহ, বিবাদ, দাঙ্গা, সংঘাত প্রভৃতি সংগঠিত হয়েছে। যেমন, ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ইস্যুতে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ, ২০১২ সালে কক্সবাজার জেলার রামু ও উখিয়ায় বৌদ্ধদের ওপর হামলা, ২০১৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে হিন্দু মন্দিরে আক্রমণ এবং ২০২০ সালে একই জেলায় পুনরায় হিন্দু মন্দিরে হামলার ঘটনা।[৪৩] আবার বিভিন্ন সময় আল-কুরআনের অবমাননা, নবী স.-কে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য, 'হিজাব' নিয়ে কুটূক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়াতে ধর্মীয় স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে পোস্ট দেয়াকে কেন্দ্র করে সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এসব সংঘাত সংগঠিত হয়। বাংলাদেশে অধিকাংশ ধর্মীয় সংঘাতের মূল কারণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্মীয় উসকানিমূলক পোস্ট, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মীয় অজ্ঞতা, ধর্মীয় গুজব ও কুসংস্কার, অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকা ইত্যাদি।[৪৪] এসব ঘটনা বাংলাদেশের সহিষ্ণুতার ঐতিহ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলেও, সমাজের বৃহত্তর অংশ এসব ঘটনার নিন্দা জানিয়ে শান্তি ও ঐক্যের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। যদিও কিছু সহিংস ঘটনাকে ধর্মীয় রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়, তবে সার্বিক বিবেচনা বলা যায় যে, বাংলাদেশের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার চিত্র মূলত ইতিবাচক। ঐতিহাসিক সহাবস্থান, রাষ্ট্রীয় নীতি, নাগরিক সমাজের সক্রিয়তা, ও সাধারণ মানুষের আন্তরিকতা এই সহিষ্ণুতাকে টিকিয়ে রেখেছে। যদিও বিচ্ছিন্নভাবে ধর্মীয় উগ্রবাদ ও ঘৃণামূলক বক্তব্যের উদাহরণ পাওয়া যায়, তবুও বাংলাদেশের মূলধারা শান্তি, সহাবস্থান ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সংস্কৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।[৪৫]

## ৬. সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে গৃহীত পদক্ষেপ ও তার প্রভাব

বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বোধ সৃষ্টিতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এ ধরনের সংলাপের উদ্দেশ্য হলো সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা। দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যের কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা অত্যন্ত জরুরি। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক সহিষ্ণুতা বোধ সৃষ্টি করা আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আয়োজনকারী সংগঠনগুলো অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

### ৬.১ আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, কর্মশালা ও সেমিনার

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আয়োজনকারী সংগঠনগুলোর মূল কাজ হচ্ছে সব ধর্মের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সংলাপ, আলোচনা সভা, কর্মশালা, ও সেমিনার আয়োজন করা। এগুলো মূলত এমন অনুষ্ঠান যেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একত্রিত হয়ে নিজেদের মতামত, বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। এ অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো ধর্মীয় ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সহিষ্ণুতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা নিশ্চিত করা। এর মাধ্যমে মানুষ নিজেদের মধ্যে বিরাজমান ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে পারে এবং পরস্পরের ধর্মীয় চেতনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শেখে। এই কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন করতে সাধারণত কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করা হয়, যা সংলাপকে সুশৃঙ্খল এবং ফলপ্রসূ করে তোলে।[৪৬] এসব আলোচনায় ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপায় নিয়ে প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব ধর্মের অবস্থান তুলে ধরেন। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আয়োজনকারী সংগঠন খ্রিষ্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের সেক্রেটারি ফাদার প্যাট্রিক গমেজ বলেন,

> আমাদের সংগঠন থেকে নিয়মিতভাবে সংলাপ ও সেমিনার আয়োজন করে থাকি। এসব সংলাপে সকল ধর্মের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রত্যেকে তাঁদের নিজের ধর্মের আলোকে, নিজ ধর্মের ধর্মগ্রন্থের আলোকে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার গুরুত্ব উপস্থাপন করেন। এমন নয় যে তারা অন্য ধর্মের রেফারেন্স দিয়ে কথা বলেন। কিন্তু সংলাপ বা সেমিনারের সমাপ্তিতে দেখা যায় যে, ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে প্রতিটি ধর্মই সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। ফলে একটি সাধারণ ভিত্তি তৈরি হয় যে, আমরা কখনোই ধর্মের নামে অসহিষ্ণু আচরণ করবো না এবং আমাদের অনুসারীদের অসহিষ্ণু হতে দেবো না।[৪৭]

দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অংশগ্রহণকারী ইসলাম ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. মুহা. আবদুর রহমান আনওয়ারী বলেন,

> পরমতসহিষ্ণুতা ইসলামের অন্যতম মূলনীতি। অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে কীরূপ আচরণ করতে হবে ইসলাম তার বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করেছে। রাসূল স. এর সহনশীল আচরণে মুগ্ধ হয়ে অনেক বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের এই উপমহাদেশেও যে সকল সুফি সাধকরা ইসলামের সুমহান আদর্শ পৌঁছে দিয়েছেন তাঁরা সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করেছিলেন। ইসলামী সহিষ্ণুতার এই শিক্ষা সংলাপের মাধ্যমে অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট তুলে ধরা আমাদের ঈমানী দায়িত্বও বটে।[৪৮]

### ৬.২ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা অর্জনে ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় নেতারা সমাজে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাদের কথায় মানুষের উপর গভীর প্রভাব পড়ে। তারা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা এবং সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারেন। আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ধর্মীয় নেতারা একে অপরের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলন সম্পর্কে জানার সুযোগ পান। ফলে পারস্পরিক ভুল ধারণা দূর হয়ে বোঝাপড়ার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। এছাড়া, নেতারা তাদের ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে সহিষ্ণুতার মর্মবাণী প্রচার করতে পারেন এবং তাদের অনুসারীদের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারেন। বাংলাদেশের মতো বহুধর্মীয় সমাজে, ধর্মীয় নেতাদের এই ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তারা যদি আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে ধর্মীয় ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং ন্যায্যতা, মানবিক মূল্যবোধ ও সহনশীলতার শিক্ষা দেন, তবে তা সামাজিক স্থিতিশীলতা ও জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে কার্যকর হবে। এই প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় নেতারা শুধু নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য নয়, বরং সামগ্রিকভাবে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারেন।

### ৬.৩ সংলাপে সহিষ্ণুতার উপর গুরুত্বারোপ

আন্তঃধর্মীয় সংলাপে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধি তাদের নিজ নিজ ধর্মে অনুসৃত সহিষ্ণুতার নির্দেশনা ও শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। সাধারণত সংলাপে সার্বিকভাবে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা হলেও সহনশীলতার উপর জোর দেয়া হয়। কারণ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বোধের উপরই ধর্মীয় সম্প্রীতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করে। যদি তাদের মধ্যে সহিষ্ণুতা বোধ গড়ে না উঠে তবে সহজেই তাদেরকে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সমাজকে অস্থিতিশীল করার জন্য স্বার্থান্বেষী মহল ব্যবহার করতে পারে। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আয়োজনকারী সংগঠনের সাথে যুক্ত ও ইসলাম ধর্মের বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. মোঃ নিজাম উদ্দীন বলেন,

> বাংলাদেশে দেখা যায় যে একই এলাকায় মসজিদ ও মন্দির পাশাপাশি রয়েছে। উভয় ধর্মাবলম্বীরা তাদের উপাসনালয়ে নিজ নিজ ধর্মীয় আচার পালন করে। এক্ষেত্রে কারও দ্বারা যেন অন্যদের ইবাদত বা উপাসনাতে বাঁধা সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এমন হতে পারে সন্ধ্যার সময়ে যখন মসজিদে মাগরিবের সালাত শুরু হয়, তখন মন্দিরের কার্যক্রম কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখা বা অল্প শব্দতে সম্পন্ন করা যেতে পারে। আবার মন্দিরে যখন তিন দিন ব্যাপী কীর্তন হয়, তখন সতর্ক থাকতে পারে যেন মসজিদের নামাজ আদায়ে বিঘ্ন না ঘটে, যেহেতু প্রতি ওয়াক্তে নামাজ অল্প সময়েই সম্পন্ন হয়। বাকী সময় তারা তাদের উপাসনা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পারে।[৪৯]

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে এই বার্তা সবার নিকট পৌঁছে দেয়া হয় যে, প্রত্যেকে যার যার ধর্ম তাদের নিজস্ব ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পালন করে। অন্য ধর্মকে অবজ্ঞা বা হেয় করার জন্য নয়। এই উপলব্ধি তৈরি হলে সহিংস ঘটনা অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে।

### ৬.৪ বিভিন্ন উৎসবকেন্দ্রিক সহিষ্ণু আচরণ

বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মেরই নিজস্ব কিছু উৎসবের দিন আছে। মুসলমানদের ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা, হিন্দুদের দুর্গাপূজা, বৌদ্ধদের বুদ্ধপূর্ণিমা ও খ্রিষ্টানদের বড়দিন প্রধান উৎসব। এগুলোর পাশাপাশি আরও কিছু ধর্মীয় উৎসবও প্রতিটি ধর্মাবলম্বীরা পালন করে থাকে। এছাড়া কিছু জাতীয় উৎসব, যেমন পহেলা বৈশাখ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদি পালন করা হয়। এসব ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসব কেন্দ্রিক পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসবগুলো বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' মতবাদ প্রচার করা হয়।[৫০] যদিও এর পক্ষে বিপক্ষে নানা যুক্তিতর্ক রয়েছে। খ্রিষ্ট ধর্মের অনুসারী একজন সাক্ষাৎকারদাতা বলেন, "আমরা হিন্দুদের পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে যাই। অনেক সময় তারা প্রসাদ খেতে দেয়। এটা তাদের জন্য দেবতার প্রসাদ। কিন্তু আমাদের কাছে এটা স্রেফ খাবার। তবে আমরা যদি এটা গ্রহণ নাও করি তাতেও তাদের সাথে সৌজন্য বজায় রাখতে হবে।"[৫১]

তবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. এবিএম সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' এই স্লোগানের সাথে একমত পোষণ করেননি। তিনি বলেন,

> জাতীয় উৎসবগুলোতে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অংশগ্রহণ থাকে। তবে অন্য ধর্মীয় উৎসবগুলোতে মুসলমানদের অংশগ্রহণ করাটা তাদের ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক। উদাহরণ স্বরূপ, হিন্দু ধর্মে পূজা করা হয় যা মুসলমানদের চরম গুণাহের কাজ বা শিরকের গুনাহ। আর আল্লাহ শিরককারীকে কখনও ক্ষমা করবেন না।[৫২] সুতরাং কোনো মুসলমানের অন্য ধর্মের নিজস্ব উৎসবে যাওয়া সমীচীন হবে না। তবে তারা যেন তাদের ধর্মীয় উৎসব যেন সঠিকভাবে পালন করতে পারে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে মুসলমানদেরকেই সেটা নিশ্চিত করতে হবে। কোনোভাবেই অসহিষ্ণু হওয়া যাবে না।[৫৩]

তবে সার্বিকভাবে বলা যায় যে উৎসব কেন্দ্রিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের সংস্কৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলে এবং ধর্মীয় সংঘাত কমিয়ে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। এসব শুভেচ্ছা বিনিময় শুধু সৌজন্য প্রকাশ নয়; এটি বাংলাদেশে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে পারস্পরিক পরিচিতি বৃদ্ধি পায়, ফলে উৎসব কেন্দ্রিক শুভেচ্ছা বিনিময় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

### ৬.৫ মিডিয়ার মাধ্যমে সহিষ্ণুতার বৃদ্ধি

বর্তমানে যেকোনো সংবাদ দ্রুত ছড়িতে দিতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মিডিয়ার মাধ্যমে সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি একটি কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। গণমাধ্যম সমাজের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে মানুষের চিন্তাভাবনা ও মনোভাব গঠন ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। টেলিভিশন, সংবাদপত্র, রেডিও, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং অন্যান্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও মতাদর্শের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত সংলাপ ও আলোচনাসমূহে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি সরকার ও রাজনৈতিক অঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়। ফলে গণমাধ্যমে এগুলোর সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে আয়োজিত সংলাপসমূহের সহিষ্ণুতার চিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে বেশি প্রচারিত হয়। পাশাপাশি কিছু সংগঠন তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ স্মারক গ্রন্থের প্রকাশ করে। সার্বিকভাবে সহিষ্ণুতার প্রচারে এসব গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠানে সাধারণত নির্দিষ্ট সংখ্যক আলোচক বা অংশগ্রহণকারী উপস্থিত থাকেন। তারা তাদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থের আলোকে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করেন। এসব আলোচনা গণমানুষের নিকট পৌঁছে দিতে বিভিন্ন গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফলে বাংলাদেশে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

### ৬.৬ আন্তর্জাতিক সহনশীলতা দিবস পালন

আন্তর্জাতিক সহনশীলতা দিবস প্রতি বছর **১৬** নভেম্বর পালন করা হয়,[৫৪] এবং এটি বিশ্বব্যাপী সহিষ্ণুতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং মতাদর্শের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়া বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘ এই দিবসটি ঘোষণা করেছে। এই দিনটি বিশ্বজুড়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সহিষ্ণুতার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এ দিবসে বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃধর্মীয় সংলাপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ দিবসটি উপলক্ষ্যে সচেতনতার মাধ্যমে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বোধ সৃষ্টি করতে বিভিন্ন বাণী প্রচার করেন ও নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সহিষ্ণুতার প্রসার ঘটাতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের ফলে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হচ্ছে। ধর্মভিত্তিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ নিরসন করে ধর্মীয় আচরণে সহনশীলতা, মধ্যমপন্থা ও সার্বজনীন মূল্যবোধ সমূহ প্রতিপালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।[৫৫] এভাবেই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সহিষ্ণুতা বোধ সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

## ৭. উপসংহার

বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক গড়ে তুলে সামাজিক ঐক্য ও শান্তি বজায় রাখতে সহায়তা করছে। অতীতে ধর্মীয় বিভেদ ও ভুল বোঝাবুঝির কারণে সংঘাত সৃষ্টি হলেও, সংলাপের মাধ্যমে সেই ব্যবধান কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ততা, সংলাপে সহিষ্ণুতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ, গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগ এই প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করছে। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করতে সংলাপে আরও কিছু বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা প্রয়োজন। যেমন- সংলাপে বিভিন্ন ধর্মের সহিষ্ণুতার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা, সংলাপে মূলনীতি ও শিষ্টাচারে প্রতি গুরুত্বারোপ, সাদৃশ্যের উপর জোর দিয়ে বিরোধ মিটানোর কৌশল বের করা, সমাজ বাস্তবতা তুলে ধরা এবং পাঠ্যপুস্তকে সংলাপের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করা। তবে টেকসই শান্তি নিশ্চিত করতে শুধু সংলাপই যথেষ্ট নয়; বরং পারস্পরিক সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা কেবল একটি সামাজিক গুণ নয়; বরং এটি ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদার ভিত্তি। তাই সমাজে সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার পরিবেশ তৈরি করতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে আরও কার্যকর ও বিস্তৃত করা জরুরি।

**টীকা ও তথ্যনির্দেশ**

[১] Dr Muneer Ahmed, Dr Aijaz Ali Khoso, and Muhammad Hammad. "Religious Tolerance and Its Importance in the Modern Times." *Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization* 3, no. 1 (2022): 24–33. https://doi.org/10.53575/arjicc.v3.01(22)e3.24-33.

[২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, দ্বিতীয় ভাগঃ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, অনুচ্ছেদ: ১২।

[৩] Muhammad Rezaur Rahman, and S. M. Morsalin Hider. "The Role of Interreligious Dialogue in Promoting Inter-Communal Harmony and Countering the Communal Violence in Bangladesh." In *Research in the Social Scientific Study of Religion*, Volume 34, 261–84. BRILL, 2025.

[৪] আবদুর রহমান আনওয়ারী, *আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০২৫ খ্রি.), পৃ. ১৮৯-১৯১।

[৫] গোলাম মুর্শিদ ও স্বরোচিষ সরকার, সম্পা., *বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান*, ৩য় খন্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২৮৫৮; আহমদ শরীফ, সম্পা., *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৫৫৩; মুহম্মদ এনামুল হক, সম্পা., *আধুনিক বাংলা অভিধান*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১৩১২; সম্পা., *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১১৩৬।

[৬] Ye Olde Swag Shoppe, "Tolerance." https://www.etymonline.com/search?q=tolerance. (Accessed January 29, 2025).

[৭] ইবনু মানযূর আল ইফরীকী, *লিসানুল 'আরাব*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারু সাদির, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৪৮৯; আহমদ মুখতার উমর, *মা'আজিম আল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ্ আল মু'আসিরাহ্*, ২য় খণ্ড, ১ম সংস্কৃরণ ('আলামুল কুতুব, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১০৪; *মুখতারুস সিহাহ্*, পৃ. ১৫৩; আল-আযহারী, *তাহযীবুল লুগাহ্*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২০০।

[৮] মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকুব ফাইরুযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত* (বৈরূত: মু'আসসাসাতুর রিসালাহ্, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২২৫; *আল-মু'জামূল ওয়াসীত*, ১ম খন্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ৪৪৭; আবুল হাসান আহমাদ ইবনু ফারিস, *মু'জামু মাকাঈসিল লুগাহ্*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ৯৯।

[৯] R. T. Witenberg, "The Moral Dimension of Children's and Adolescents' Conceptualisation of Tolerance to Human Diversity." *Journal of Moral Education* 36, no. 4 (2007): 433–51. https://doi.org/10.1080/03057240701688002.

[১০] Declaration of Principles on Tolerance: adopted by the General Conference of UNESCO at its twenty-eighth session, Paris, 16 November 1995.

[১১] শাওকী আবূ খলীল, *আত্-তাসামুহ্ ফীল ইসলাম* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৯৩ খি.), পৃ. ৪২-৪৭।

[১২] D.T. Ajadi and O.T. Fagbemi. "Religious Tolerance and National Development in Nigeria: Issues, Challenges and Prospects." *International Journal of Humanities and Social Science Research* 1, no. 1 (2019): 23–33.

[১৩] *বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান*, ৩য় খন্ড, পৃ. ২৭৫৮; *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পৃ. ১১০২।

[১৪] *Macmillan English Dictionary* (Oxford: Macmillan Education, 2002), 381; Merriam-webster.com. "Definition of dialogue." Accessed (August 31, 2024). https://www.merriam-webster.com/dictionary/dialogue

[১৫] *লিসানুল 'আরাব*, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২১৭।

[১৬] আবূ উবাইদ আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-হারাবী, *আল-গারীবাইনি ফীল কুরআন ওয়াল হাদীস* (সৌদি আরব: মাকতাবাতু নিযার মুস্তাফা আল বায, ১ম সংস্করন, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩২২।

[১৭] মূল ভাষ্য: هو حديث بين طرفين او اكثر حول قضية معينة، الهدف منها الوصول إلى الحقيقة، بعيدا عن الخصومة والتعصب، بل بطريقة علمية إقناعية، ولا يشترط فيها الحصول على نتا ئج فورية দ্র. খালিদ মুহাম্মাদ আল-মুগামিসী, *আল হিওয়ার আদাবুহু ওয়া তাতবিকাতুহু ফিত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ্* (রিয়াদ: মারকাযুল মালিক আব্দুল আযীয লিল হিওয়ার আল ওয়াতিনী, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২২।

[১৮] Leonard Swidler, "The Dialogue Decalogue: Ground Rules for Interreligious, Interideological Dialogue." *In Dialogue for Interreligious Understanding* (New York: Palgrave Macmillan US, 2014), 47.

[১৯] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১৩।

[২০] আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত্-তাবারী, *জামি'উল বায়ান 'আন-তাবীলি আয়িল কুরআন*, ২১শ খণ্ড (কায়রো: দারুল হিজর, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৩৮৩-৩৮৪।

[২১] সূরাহ্ আলে 'ইমরান: ২০০।

[২২] সূরাহ্ আল-'আরাফ: ১৯৯।

[২৩] সূরাহ্ আল-বাকারাহ: ২৫৬।

[২৪] সূরাহ্ আল-কাফিরুন: ০১-০৬।

[২৫] সূরাহ্ হা-মীম-আস্-সাজদাহ: ৩৪।

[২৬] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আস্-সহীহ্*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দার ইহইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৫৫ খ্রি.), পৃ. ২০০৩, হাদীস নং-২৫৯৩।

[২৭] *সহীহ্ মুসলিম*, পৃ.২২৯৫, হাদীস নং-২৯৯৯।

[২৮] আব্দুল মালিক ইবনু হিশাম, *আস্-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ্*, ২য় খণ্ড (মিসর: মাতবাআতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৯৫৫ খ্রি.), পৃ. ১০৮; সফীউর রহমান মুবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম*, ১ম সংস্করণ (বৈরূত: দারুল হিলাল, তা.বি.), পৃ.৩৭২; আবদুর রহমান আস-সুহায়িলী, *আর-রাওদুল আনফি ফী শরহিস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্*, ৮ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ (কায়রো: মাকতাবাতু ইবনু তাইমিয়া, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৩৪।

[২৯] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামি‘উস সহীহ্*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দার তাওক আন-নাজাহ্, ২০০১ খ্রি.) পৃ. ১১৫, হাদীস নং- ৩২৩১; *সহীহ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪২০, হাদীস নং- ১৭৯৫; আল-খতীব আত-তিবরীযী, *মিশকাতুল-মাসাবীহ*, ৩য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ (বৈরূত: মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ্, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৬২৬, হাদীস নং-৫৮৪৮।

[৩০] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০১-৩০৩।

[৩১] *তদেব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১২; *আর-রাহীকুল মাখতূম*, পৃ.৩৭২।

[৩২] মূল ভাষ্য: একং সৎ; বিপ্রা বহুধা বদন্তি। দ্র. *ঋগ্বেদ*, ১.১৬৪.৪৬।

[৩৩] Irfan Engineer, “Tolerance and Intolerance in Hinduism.” *Social Justice and Ecology Secretariat* 126, no. 2 (2018): 37–43.

[৩৪] মূল ভাষ্য: অয়ম্ নিজঃ পরঃ বেতি গণনা লঘুচেতসাম্। উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্। দ্র. মহা উপনিষদ, ৬:৭২।

[৩৫] *The Concept of Vasudhaiva Kutumbakam (The World Is a Family): Insights from the Mahopanisad Arun Kumar Kar*, n.d.

[৩৬] But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Cf. *Matthew* 5:44, New International Version.

[৩৭] But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law. Cf. *Galatians* 5:22-23, New International Version.

[৩৮] But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, 1keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. Cf. 1 *Peter* 3:15-16, New International Version.

[৩৯] Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Cf. *Ephesians* 4:2, New International Version.

[৪০] *ধম্মপদ*: ০৫।

[৪১] Masao Abe, “Religious Tolerance and Human Rights: A Buddhist Perspective.” In *Zen and Comparative Studies*, (London: Palgrave Macmillan UK, 1997), p. 197–217; Jacek Sieradzan, “Tolerance in Buddhism.” *Idea* 26, no. XXVI (2014): 365–78. https://doi.org/10.15290/idea.2014.26.22;

[৪২] *জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২: প্রাথমিক প্রতিবেদন* (ঢাকা: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ১৬; “Preliminary Report on Population and Housing Census 2022” (Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), 2022), p. viii, accessed on 21 December 2022, http://www.bbs.gov.bd/asite/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78-892733bc06eb/Population-and-Housing-Census.

[৪৩] Moammad Shajan Siraj, “Inter-Religious Harmony: Promoting Unity and Tolerance an Investigation into Inter-Religious Harmony in Bangladesh: Examination of Initiatives, Challenges, and Implications.” *International Journal of Research Publication and Reviews* 4, no. 7 (2023): 1375–81. https://doi.org/10.55248/gengpi.4.723.48627.

[৪৪] Mohshin Reza, Md. “Religious Freedom in Bangladesh: Problems and Prospects.” *The Arts Faculty Journal*, 2022, 127–36. https://doi.org/10.62296/afjcentennialissue009.

[৪৫] Moammad Shajan Siraj, “Inter-Religious Harmony: Promoting Unity and Tolerance an Investigation into Inter-Religious Harmony in Bangladesh: Examination of Initiatives, Challenges, and Implications.” *International Journal of Research Publication and Reviews* 4, no. 7 (2023): 1375–81. https://doi.org/10.55248/gengpi.4.723.48627.

[৪৬] ইয়াহ্ইয়া যামযামী, *আল-হিওয়ার আদাবুহু ওয়া দাওয়াবিতুহু ফিদ দাওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্* (মক্কা মুকাররমাহ্: দারু তারবিয়াতি ওয়াত্-তুরাছ, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৯৫-১৯৬।

[৪৭] ফাদার প্যাট্রিক গমেজের সাক্ষাৎকার, হাবিবুর রহমান কর্তৃক গ্রহীত, রাজশাহী, ২১ জানুয়ারী ২০২৫। ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

[৪৮] প্রফেসর ড. মুহা. আবদুর রহমান আনওয়ারীর সাক্ষাৎকার, হাবিবুর রহমান কর্তৃক গ্রহীত, কুষ্টিয়া, ১৯ জানুয়ারী ২০২৫। ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

[৪৯] প্রফেসর ড. মোঃ নিজাম উদ্দীনের সাক্ষাৎকার, হাবিবুর রহমান কর্তৃক গ্রহীত, রাজশাহী, ১৭ জানুয়ারী ২০২৫। ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

[৫০] মুফতি মুহাম্মাদ আল-আমীন নূরী, *ধর্ম যার যার, উৎসব সবার: একটি পর্যালোচনা* (ঢাকা: ইত্তিহাদ পাবলিকেশন, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ১৩-১৪।

[৫১] ফাদার প্যাট্রিক গমেজের সাক্ষাৎকার, হাবিবুর রহমান কর্তৃক গ্রহীত, রাজশাহী, ২১ জানুয়ারী ২০২৫। ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

[৫২] যেমন আল-কুরআনে এসেছে, ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا﴾ ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন এবং যে আল্লাহর সাথে শরীক করল, সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল।’ দ্র. সূরাহ্ আন-নিসা: ৪৮।

[৫৩] প্রফেসর ড. এবিএম সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকীর সাক্ষাৎকার, হাবিবুর রহমান কর্তৃক গ্রহীত, কুষ্টিয়া, ১৯ জানুয়ারী ২০২৫। ব্যক্তিগত সংগ্রহ ।

[৫৪] Declaration of Principles on Tolerance: adopted by the General Conference of UNESCO at its twenty-eighth session, Paris, 16 November 1995.

[৫৫] আবদুর রহমান আনওয়ারী, *আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০২৫ খ্রি.), পৃ. ৯৫-১০৪।